কবিতার বিস্বাদ প্রহর

কবিতার বিস্বাদ প্রহর

সোহরাব সুমন

কবিতার বিস্বাদ প্রহর
কাব্যগ্রন্থ
সোহরাব সুমন
www.sohrabsumon.me
contact@sohrabsumon.me

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১১

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com

প্রচ্ছদ
হেদায়েতুল ইসলাম অপু

অক্ষরবিন্যাস
বন্ধু কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৩৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য
১২০ টাকা

ISBN : 984 70289 0218 1

উৎসর্গ

মা-কে

কবিতাক্রম

সেদিনের সেই কোলাহলের পর ০৯
জোছনার এই মরীচিকা ১০
দূরে সরে যাওয়া ১১
লৌকিক ১২
কবিতার বিস্বাদ প্রহর ১৩
অসীমের নীলে ১৪
মন মাখানো ১৫
সেই সব ক্যাকটাসেরা ১৬
পৃথিবীতে বহুদিন পর ১৭
একালাগে ১৮
সময়ের বলি রেখা ১৯
ছায়া আর কূটাভাস ২০
খেলা শিখে গেছি ২১
নৈর্ব্যক্তিক ২২
চলে যাবার আগে ২৩
ক্লান্ত স্মৃতিরা ২৪
অযথাই ২৫
চাঁদকে আমি আর স্বীকার করি না ২৬
গ্রামের পথে ২৭
সকাল বেলার ছবি ২৮
পথের চিহ্নে কথা বলা... ২৯
কোনো রাতে–১ ৩০
স্মৃতি কাতর ৩১
কোন নীলে ৩২
মৃত প্রজাপতির ডানা ৩৩
আরো সব দৃশ্যেরা ৩৪
অপারেশন থিয়েটার ৩৫
গৎবাঁধা নাগরিক ভাবনা ৩৬
প্রতি প্রার্থনা ৩৭
পুরাতন সেই আলো ৩৮
ঘুম ও ঘ্রাণ ৩৯
ভুলে থাকি আর কিছু তারা ৪০
বৃষ্টি, কান্না ও ভালোবাসার কথা ৪১
মগ্ন ৪২
অপার্থিব রাত ৪৩
'শুধুই আমার' ৪৪
অপেক্ষায় নয় ৪৫
স্বর্গের অন্যতম বাসিন্দা ৪৬
সেইসব ঈশ্বরের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন ৪৭
স্মৃতিতে প্রাচীন দেয়াল ৪৮
বিপ্রতীপে ৪৯
প্রহর ৫০
আমি কতখানি বন্দি জানো ৫১
কি এমন ঈশ্বর ৫৩
বুঝিনি বসন্তের বেলা ৫৪
একা এবং বৃষ্টির রাত ৫৫
পথ-১ ৫৬
পথ-২ ৫৭
পথ-৩ ৫৮
দাসবৃত্তি শেখাই ৫৯
নাগরিক ৬১
ফাঁদ ৬২
অন্তিমের আততায়ী ৬৩
প্রিয় সত্যের অপ্রিয় দিক ৬৪
তুমি কোথায় ঈশ্বর! ৬৫
পতঙ্গের বন ৬৬
রেফারেন্স ৬৭
চারা আর বৃক্ষের বয়ান ৬৮
ইঁদুরের গান লিখিয়ে ৬৯
গান গাই ৭০
অন্যরা ৭১
আমি একা একা এই যুদ্ধে নেমেছি ৭২
জোছনা ছুঁয়েছে রাত ৭৩
কোনো রাতে–২ ৭৪
অচেনা আগুনে ৭৫
পুরুষ ৭৬
তারপরও যা বলা হয়নি ৭৭
মাতাল বুদ্ধি ৭৮
অপাংতেয় ৭৯
ছলাকলা ৮০
নদী কত দূরে ৮১
হারানো মেঘেদের কথা ৮২
ঘুম-যোনী ৮৩
ঘুমিয়ে পরার সময় আসে ৮৪
যেখানে আকাশের শেষ ৮৫
মন খারাপ ৮৬
রাতের পরতে ৮৭
কামনার জোছনা চাঁদ ৮৮
স্পর্শের অতল ৮৯
শেষ বসন্তে ৯০
পথে ৯১
বিতলে ৯২
এই বেলা ৯৩
পরস্পর ৯৪
যখন তার সাথে কথা বলি ৯৫
যা চেয়েছি ৯৬

সেদিনের সেই কোলাহলের পর

আমাদের সেদিনের কোলাহল
মনে পড়ে আরো কত কথার মতন;
তারপরও কতবার দেখা হলো নিরালায়,
রোদের দুপুরে, পথে বা পুকুরের পাড়ে,
অথবা অন্য কোনো রাতের আঁধারে, কোনো জোছনায়
হঠাৎ আলোয় যখন দেখেছি; ছায়াপথের মতো
সব তারা ছুঁয়ে ছিল সেই চোখগুলো
আরো কত আঁকিবুঁকি
মনমাখা কামনার বুলি।

জোছনার এই মরীচিকা

প্রান্তর জুড়ে আজ জোছনার এই মরীচিকা
থেকে থেকে মেঘেদের বিমূর্ত ছায়ার আলতো আঁচড়
বিপরীত কোনো একদিক হতে এসে বারবার অদৃশ্য হয়েছে
আমিওতো সেইদিকে চেয়ে থেকে
একা একা তার পিছু নিয়ে
আরো বেশি একলা হয়েছি
নিজের ভেতরে।

দূরে সরে যাওয়া

সবাই কেমন যেন দূরে সরে আছে
সবাই কেমন যেন দূরে সরে যায়।
কোনো একদিন হয়তোবা পাখিরাও বাঁধবে না আর ঘর
অবেলার ঝড় এসে তাই সেই ঘর আর ভাঙতেও পারবে না
স্বপ্নেরা এমনি করে কাউকে আর কাতর করবে না।
এখন প্রতিটা ঘরের ভেতরে
ভাঙা আর গড়া;
একইভাবে সবগুলো মনের গহীনে
মনগড়া মান অভিমানে
সবাই কেমন যেন দূরে সরে আছে।
কেউ আর কারো যেন পাশাপাশি নেই
ক্ষণিকের জন্য কেউ কারো আর সামনেও আসে না।

লৌকিক

চারপাশ বড় বেশি নিস্তব্ধ
তার পরও কি যেন কিসের চিৎকারে
আমার মুঠোয় থাকা বুনোঘাস আর কালো মেঘের মতো
কেমন করে যেন লৌকিক উষ্ণতায় পুড়ছে হৃদয়
মেঘের ওপারে যেই অসীম আকাশ
তার নিচে ধেয়ে যায় বেহায়া বাতাস
ধুলোবালির ছায়ায়
আমি এই অস্থির সময়টাকে
বড় বেশি নিজের মনে করি
তবে কোনো কিছুই যেন
আর আমার নিজের জন্য নেই
সবকিছুই যেন নিয়ে যায়
আশপাশের আর এমন সবাই
যাদের সাথে আমার বা অন্য কারো
কোনোদিক দিয়েই কোনো মিল নেই!

কবিতার বিস্বাদ প্রহর

অতঃপর এইসব কবিতার বিস্বাদ প্রহর
কবিতার এইসব কথা তারপরও
বলা হলো অনেক, সেইদিনের সেই
জোছনায় ভিজে ভিজে হলো কত রাত্রি ভোর
অনেক আকাশ আর অনেক দিনের পর
প্রজাপতির ডানার ছায়ায় ঘুমিয়েছে
আমাদের সাথে করে ফুল আর পাখিদের ঘর
নদীর স্রোতের গভীরে পলির আঁচড়
এখনো জেগে ওঠে আজো তারা কারো কারো
স্বপ্নের গভীর থেকে আরো কোনো গহীন স্বপ্নের ভেতর।

অসীমের নীলে

তুমি তো দাঁড়িয়ে আছ, আজো অসীম এক নীলে।
কত কি দেখবে বলেও, এভাবেই দূরে সরে গেলে।
তোমার নিশ্চুপ থাকা আর এইসব শূন্যতা কবেকার
সেই নক্ষত্রের ভ্রূণ হয়ে রয়ে গেছে এমনের অনেক গভীরে,
আজো তাই, আমার ভেতরে বাজে শঙ্খের মতো করে অনেক নীরবে;
ঘুমন্ত শিশু—মহাবিশ্বের ছায়ার স্বপ্নেরা।
তারপরও, আরো কিছু পরে কতকিছু ঘটে গ্যাছে
কত কিছু ঘটে যায়, চোখের আড়ালে
পাতা ঝরার সেইসব শব্দ আর
পাখপাখালির ডানা মেলার সুরে;
খড়বিচালির কি এমন অনেক অতীত
আজ আবার কেন সেইসব
কেন যেন ফিরে ফিরে আসে।

মন মাখানো

তুমি খোঁজ সুর আর তান,
তারপরও বুঝেছিলে শব্দেরা ম্লান।
তুমি কর অন্নের দান,
শুঁকেছো কি ফসলের ঘ্রাণ?
কোনোখানে, শহরে মিছিলে
কত ভীড়ে তারে খুঁজেছিলে?
কী আগুনে এই যে ফাগুনে
কার রঙ এনে কারে দিলে?
কার সাথে কথা বলেছিলে
পরিচয় তার সব জানো?
তার সব নিঃশ্বাসে, পথে পথ
পথে পথে ধুলোবালি মেখে, কতদূরে গিয়েছে সে
আরো কিছু বিশ্বাসে সেই সব মানো?
তখনই কি, মনে মনে এই কথাটিই মনে হলো
সব মন কি আজব! মন তার এতসব জানে না তো
শুধু জানে এই মন, সব মন, মনে মন...
মন তার, মনে মনে, কত রঙে, মন মাখানো!

সেই সব ক্যাকটাসেরা

এখন আর সেই সব ক্যাকটাস নেই,
পচে গলে বর্ষার জলে, সেইসব কন্দেরা গিয়েছে বিফলে
তবে কেন ভ্রমরেরা দিন রাত কাঁদে,
রাত-বিরেতে এই জোছনার চাঁদ রোদে
ছায়ায় শিশিরে ঝিঁঝিঁ পোকার আর্তচিৎকারে...
চারপাশটা তারপরও কেন যে এতটা গুমোট হয়ে আসে
একা এই মাঝ রাতের নিকষ আঁধারে।

পৃথিবীতে বহুদিন পর

পৃথিবীতে বহুদিন পরে
আরো কত ঘর দেখি ঘরের ভেতরে।
ধীরে ধীরে কিছুদিন ধরে
ঝিঁ ঝিঁ পোকা, চাঁদরোদ মেঘেদের ছায়া দেখে দেখে
রাতের বালিশে বুঝি এইবার
তার আবার ঘুণ ধরে গ্যাছে।
সময় খুঁজলে তারে পায়না নিথরে
সে আবার এইবার হারিয়েছে কোন দূরে
অজানার কোন সুরে কোন যে ইথারে।

একালাগে

চাঁদ আছে আকাশে
ভেজা ভেজা বাতাসে
বিরহী এক রাত আসে
নীল ঘন ব্যথাতে
আজ আমার আঁধার ঘিরে
চারপাশে।
কত কথা নিয়ে রাত জাগি
নীলিমার রঙে মন রাখি
বুঝি রয়েছে খুব কাছে
তবু তারে পাই না খুঁজে।

কত নদী বয়ে যায়
আকাশের দূর সীমানায়
মেঘেরা ঝড়ে যায়
ঝিরি ঝিরি বরষায়
একালাগে, বড় একা লাগে।

সময়ের বলি রেখা

তুমি কী
আমি কী
কী এই আটপৌরে জীবন যাপন,
আশপাশে ছড়ানো ছিটানো—কত কিছু যে
না বুঝেই; অবুঝের মতন করেছি আপন,
এই সব মৃত্যুর উৎসবে
মিশে যাবে কী একে একে সব চেনা মুখ?
নীরবে নিভৃতে সব নিয়েছে কী মেনে
অমোঘ বিষের এই গ্রাস !
সময়ের বলি রেখা তারা কেউ চিনে নিতো
শুঁকেনি কী দ্রাক্ষার সুচতুর ঘ্রাণ?
তবুও তো চলে যায় তারা সব
এক এক করে,
সময়ের বলিরেখা রয়ে যায় কারো কারো
হৃদয়ের অনেকটা জুড়ে,
সেইসব হৃদয়ের অনেক গভীরে।

ছায়া আর কূটাভাস

সময় বলছে তার অন্ধ বেদনায়
এই চাঁদ জোছনার মদিরা মাখানো;
সেইসব শূন্যতায় হাত পেতে, কিছু কি পেয়েছে কেউ
কোনো আলো, দেখেছ কি বাতাস নিঃশ্বাসে
ভুলে থাকা কোন কিছু সে এবার
আবার কি মেনে নেবে আজ তার
সবগুলো বেদনার সমিল সংঘাতে
পোড়া মন কি করে যাবে আজ কোনো এক সহজের কাছে
যেখানে থাকবে না অযথাই কোনো নষ্ট ছায়া আর কূটাভাস!

খেলা শিখে গেছি

খেলা শিখে গেছি,
এই আজব সকাল।
খেলা শিখে গেছি,
সব রংমাখা জাল।
জলের রঙের মতো এসব পাতানো ফাঁদে
একে একে জড়াতে থাকবে সব মন মাতালের দল
ছলনার ষোল কলায় অবুঝ শিকারের মতন
তবে, কেবলি কি ভ্রমর আর মৌমাছি খল
তবুও কি সুখে আছে প্রজাপতির স্পর্শ চেখে চেখে
আর সব মন মাতানোর দল?
ফুল কিছু না নিয়েই সবার শুধে দেবে, সবকিছু ঋণ;
সৌরভে তাই কি সে সেজে আছে অবুঝ রঙিন,
প্রজাপতি পারে কি তা মেনে নিতে এতই সহজে
তবুও তো সেইসব অবুঝ ডানার ছায়ায় ছায়ায়
কেটে যায় আমাদের আর সব দিন।

নৈর্ব্যক্তিক

জীবন বলছে এবার পরাজিত হও
তোমার সত্তার সেই অবিমিশ্র নীলে
রয়েছে যন্ত্রণার যে অমোঘ ক্লান্তি
তার কিছু মুঠো করে কাউকে তো দাও

স্পর্শ কারো পাই নাতো
কামনায় বধির হয়েছি
ছায়া যার অমৃত
মনে মনে তাকেই চেয়েছি

পথে পথে কত কত মুখ
তাদের মাঝ থেকে কাউকে তো চিনে নিতে হবে
যদিওবা নিজেরই প্রতিবিম্ব ঘিরে
জল ছায়ার নৈর্ব্যক্তিক অনিয়ত ঢেউ
এখনো নিজেকেই পুরোটা যায়নি চেনা যে।

চলে যাবার আগে

চলে যাবার আগে
তার স্বপ্নগুলো ছিলও বড় একা
উষ্ণ নিঃশ্বাস তাকে বলে ছিল
এবার বিদায় দিতে
দিনমান কত কিছু করার থাকে
প্রতিদিনকার সব ধুলো ঝাড়া,
ধোয়ামোছা, আরো কত আয়োজন—
তারপর ক্ষণিকের বিশ্রামে
বিস্মৃত ভাবনায়
সময়গুলো তার হয়ে ছিলও পার
একে একে জোছনাহীন কত কীযে
আমাদের দৈন্যতার অমাবস্যার চাঁদ দেখে দেখে।

ক্লান্ত স্মৃতিরা

সেইসব স্বপ্নের হাত ধরে থাকি
যোজন দূরে যেন উড়ে প্রজাপতি
তাদের ডানার স্পর্শে, স্মৃতির পাতাজুড়ে খালি আঁকিবুঁকি
আর সব এলোমেলো ভাঁজ রাখা-রাখি, পুরাতন কামনার চুম্বক ফিতে
বহুদিন চিন্তার ঘসাতে ঘসাতে, কোথাও কোথাও তার উঠে গেছে কত কি যে

অযথাই

অচেনা গলিপথে
এমনি দাঁড়িয়ে থেকে
স্যাঁতস্যাঁতে দেয়ালের শ্যওলা মাখা
বলিরেখার দিকে অযথাই চেয়ে থেকে
অবুঝের মতো কিছু বিষাক্ত ধোঁয়া ছেড়ে দেই

চাঁদকে আমি আর স্বীকার করি না

সবগুলো আলো এনে দিয়ে যাও আমাকে
ছায়াদের কে যেন বন্দি রেখেছে
চাঁদকে আমি আর স্বীকার করি না
বলেছে সূর্য রাতে আসবে এখানে।

তাদের আসতে দাও
তারাতো আসবেই যে করে হোক
কোনোভাবেই আর ঠেকানো যাবে না
আলো-ছায়া-ঘুম-রাত-চাঁদ-জোছনা-জল-রোদ-বৃষ্টি
সবাই আসবে একে একে
আমরা এখানে আছি
রয়ে যাবো এইসব যাওয়া আসা দেখে দেখে
প্রতিবার বিমুগ্ধ হব, কখনোবা ক্ষুব্ধ হবো
যা পাবার তাই পাবো
হতে পারে সবই হারাবো
নতুবা ছিটে ফোঁটা তারতো কিছুতো হবো
দুজনায় দুজনার দু'টি চোখে-চোখ রেখে রেখে

অথবা এসবের সব কিছু কোনোদিন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও
কোনোদিন এই মন, এমনের আর সব ইচ্ছেরা
তখন যখন আবারো আসবে ফিরে একে একে
আলো-ছায়া-ঘুম-রাত-চাঁদ-জোছনা-জল-রোদ-বৃষ্টিরা
আরো কিছু মন; কামনার শরীর তেমন
এখানেই থাকবে আমাদের, ঠিক আমাদেরই মতো করে।

গ্রামের পথে

গ্রামের পথে পথে হেঁটে হেঁটে
যত বার প্রিয় এই গ্রামগুলো দেখি
মেঘ, নদী, বন, কুঁড়েঘর,
বট তলা, ধান ক্ষেত, খাল-বিল,
মাঠে মাঠে বিচালির রোম
তার সাথে জালের মতো
সরু আলপথগুলো ছড়িয়েছে আদিগন্ত
ভেঙে দিয়ে আমাদের সবগুলো কৃষকের মন।

সকাল বেলার ছবি

সকালবেলা মেঘের রঙে নদী
হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙে : পাখি
কেমন যেনও হিমেল একটা বাতাস
বকের সঙ্গে বলতে কথা অনেক দূরে গেলে
আবার শুরু থেমে থাকা ঘুণপোকাদের গান
তখন দেখি মেঘের তলের ছবি
দাঁড়িয়ে ছিলাম যেখানটাতে সেখানে কেউ নেই
মনে হয় সবকিছু যেমন ছিলও তেমনই আছে আজো
কিন্তু কি যেনও তারপরও আর আগের মতো নেই

কোথায় যেন পাপড়ি ঝড়ে পড়ে
শব্দ হয় না আগের মতো করে
গাছের ভীষণ অভিমানী মন
শিশির ছাড়া কাঁদবে সে কি করে
তাইতো কাঁদছে আজব এমন
পাতা ঝরার করুণ সুরে সুরে।

পথের চিহ্নে কথা বলা...

পথের ধুলাতে কজনার যেনও পায়ের ছাপ ছিল
ওগুলো কাদের চলে যাবার চিহ্ন, জানা নেই!
কী লেখা আছে, এই ধুলো আর বালির পরতে!
কয়েকটা মানুষ হেঁটে চলে গেছে?
এদের মধ্যে কারা কারা সুখী...
ঠিক কজনায় দুঃখী...
সেইসব কোথায় লেখা আছে
এদের কান্না-হাসি কোথায় ধরা থাকে?
এদের হেঁয়ালির বাকি সবকিছু!
এই ধুলো, পায়ের দুলুনিমাখা ছাপগুলো
এসবের কিছুই কি ধরতে পেরেছে একটিবারের জন্য।

কোনো রাতে–১

(কোনো রাত; চাঁদ আর তারা)

কোনো রাতে চাঁদ
কোনো রাতে তারা,
ছুঁয়ে দ্যায় বার বার
জোছনার ধারা।
নীল জোছনা
অবাক লাগে না,
অচেনা চারপাশ
কি যেন চেনা।
কার দু'চোখে
তার ছায়া দেখি,
এখনো পথের পাশে
দাঁড়িয়ে থেকে।
বার বার ফিরে যাই
স্মৃতির অতলে,
বেদনার নীল রঙ
অচেনা ঠেকে।
তবু আমি বার বার
দাঁড়াই সেই পথের শেষে এসে
কামনার অবুঝ হাত বারবার
বাড়াই সেদিকে।

স্মৃতি কাতর

তোমার কান্নার শিশিরে
কত কিছু যে সিক্ত হয়ে আছে... এইখানে,
আমি সেই ধুলামাখা লোনাধরা প্রাচীন সংসারে প্রতিদিন
প্রতিটা কুঠুরি জুড়ে আলো-আঁধারির নরম ছায়ার মাঝে—
একা একা হেঁটে হেঁটে
রংচটা বিবর্ণ দেয়ালের প্রতিটা দীর্ঘশ্বাস
বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে, এখনো যে প্রতিদিন তোমাকেই খুঁজি;
তার পরও দিনের শুরুতে, আগের মতো করে মিথ্যে মান-অভিমানে
অনেক দূরে কোথাও চলে যাবার পর, স্মৃতি কাতর এই আমার
ঘরে না ফিরে, আমার আর কোন উপায় থাকে না !
—মনে হয়, এখনো সেই আগেরই মতো প্রচণ্ড অপেক্ষায়
পুরনো সেই আটপৌরে শাড়ির ভাঁজে, আরো কিছু চোখের জল
ক্ষণে ক্ষণে লুকিয়ে রাখছ;
বার বার শুকিয়ে যাওয়া ছেড়া ফারা ভাঁজধরা লোনা সেই
রংচটা ক্লান্ত আচলে!
প্রতিবার আরো কিছু দীর্ঘশ্বাসে
থেকে থেকে ঘরছাড়া এই আমাকে ডাকছো
আবার সেখানে আগের মতো ফিরে যাবার জন্যে।

কোন নীলে

কোন নীলে হারিয়েছ তুমি
কেন এত দূরে সরে থাকা
জানাকি পুড়ছি বিরহে
ভালোলাগে না বেঁচে থাকা...

মৃত প্রজাপতির ডানা

সেই পথে অজানার টানে
আঁকাবাঁকা দূর কোনো পথের গহীনে
পাহাড়ের ওপারে সেই জলধারাটিতে
ভেসে যাওয়া অবুঝ প্রজাপতি

সেই জলে আজো কোনো নদী হয়নি তো
তবুও তো জানানেই শুকিয়েছে পথ থেকে আরো কতটা দূরে
আজ সেই মৃত প্রজাপতির ডানা হারিয়েছে পলির কতটা গভীরে...

আরো সব দৃশ্যেরা

ইদানীং কারো আসার কথা নেই
কারো আর আসার কথাই থাকে না
তবু আমি অপেক্ষায় থাকি
অচেনা মানুষের পথ চলা দেখে দেখে;
এদের অনেকেই পরিচিতের মতো হেঁটে চলে যায়
বাকিদের চিনতে পারি না,
মনে হয়, এর আগে কখনই কোথাও দেখিনি
এতসব পথ চলা শেষে, এক সময় কারো কথা আর মনেই থাকে না
কেননা এদের বেশির ভাগেরই চলার মাঝে কোনো কাব্যিক ছন্দ দেখতে পাই না
তারচেয়ে অনেক বেশি ছন্দপতন যেন
এদের সবার মাঝে কতশত অমিল
তারপরও যে চলছে সবাই, এইটাই একমাত্র মিল হতে পারে না কী?
নাকি! আরো মিল আছে
না! এটাই কী ছন্দ হতে পারে না?
এতসব ছন্দহীনতার মাঝে
না! তবে হয়তো আরো ছন্দ আছে
এদের কেউ কেউ দেখতে ছায়ার মতো,
কেউবা ছায়া ভালোবাসে
রোদের ফুলকির মতো এসে, কেউ আবার দ্রুত চলে যায়
অজানা বাতাসের মৃদু তাল লয়ে, কারো কারো ঘ্রাণ লাগে নাকে
প্রতিদিন এমন সব দৃশ্যের মাঝে
আরো সব দৃশ্যেরা কেবলই যে অদৃশ্য হতেই থাকে
বারবার একটিবারের মতো একদমই না থেমে।

অপারেশন থিয়েটার

নিস্তব্ধ অন্ধকার
বিশাল উপচ্ছায়া
ঘুমন্ত কেবিনটায়
আমি ইথারে অচেতন
চেতনায় ফিরে আসি
ক্ষণিকের জন্য
মুর্মুষূ ঘোলা দৃষ্টিতে...
ভুলে যাওয়া স্মৃতিতে...
তবু যেনও মনে পড়ে...
কেবলই মনে হচ্ছে
এই কুয়াশা জগত ছেড়ে
আমি আর কি আসবো ফিরে
পারাপারের কোন পাড়ে...

গৎবাঁধা নাগরিক ভাবনা

স্বপ্নের ছবিটা বদলে গেলে
গল্প কথা মিশে থাকা নাগরিক ভাবনা সব বিলীন হয়ে যায়
সবকিছুর মানে তখন অন্যরকম মনে হতেও পারে
এতসব ক্লান্তি দূর করতে
চেনা মানুষের কাছে যাই
অলিগলি শহরের পথে...
মাঝে মাঝে ভালো লাগে পুরনো কোনো গান
যেখানে অদৃশ্য কিছু অপরিচিত লোকেদের কথা বলা হয়
এক সময় চোখ বুজেই দেখি জোনাকিরা অরূপ নিঃশ্বাসে
আমাদের চারপাশের ঘিরে থাকা ছায়াদের ঘরে
থেকে থেকে কি যেনও কি, কি আজব শব্দ করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই বিবর্ণ জীবনের আলো-আঁধারে

আকাশের খুব কাছ থেকে
ঝড়ে যায় নিভে যাওয়া তারা
গোধূলির রঙে এই মনের গভীরে
সেসবের চিহ্ন কিছু নেই

শহরের প্রান্ত জুড়ে কত শত মানুষের বাস
আমি তাদের খুব কাছে থেকে দেখি
তারা সব বলেছে শুনেছি এমন কি জীবনের মানে

প্রতি প্রার্থনা

এখন বিশ্বাস ভেঙে কার কাছে প্রার্থনা কর...
আমি কী ঈশ্বর নই
ছিলাম না কখনো...?

পুরাতন সেই আলো

সূর্য এলে বলবো তাকে
দেখেছো আঁধার?
একদিন পৃথিবীর শেষরাতে
তুমি হারাবার পর...
সে কেন কঠিন করে আঁকড়ে ধরে
চেনা পথ মিশে গেলে
ভুল ঠিকানায়।
তুমি আসার পরও
আজো এত হারাবার ভয়
যেন বারবার শুধু অন্ধকার হয়ে আসে
সেই আলো তবু জ্বলে মনের ভেতরে।

ঘুম ও ঘ্রাণ

ফিরে যাও যদি বনের গভীরে
সেইসব সবুজের সীমারেখা ধরে
যেখানে পতঙ্গের ঘরে আরো দূরে অন্ধকারে
মনে হবে এই বুঝি মেঘেদের ডানার ওপারে
আকাশের অনেক গভীরে অনন্ত ছায়াপথে
নীরব নক্ষত্রবীথি বুঝিবা ঘুমিয়ে রয়েছে
অচেনা কত শত ফুলেদের ঘ্রাণে

ভুলে থাকি আর কিছু তারা

ফাঁকা ক্যানভাসে আঁকি অন্য ধারাপাত
তোমাকে সহজ করে মেলাতে পারি না
প্রেমালাপে মগ্ন হই যতই
মনে হয় হৃদয় এক মৌন চোরাবালি

জোছনায় যতই ধুয়ে যাক প্রান্তরের খোলা মাঠ
অন্ধকারের কুহক মায়াজালে সেওতো অচেনা হয়
তারপরও বারবার সেই টানে ফিরে আসা হয়
অমোঘ নিয়তির এই ছেলে খেলায়
সেইখানে শিশিরের শব্দে পাতা ফাঁদ
শেষ রাতে ফের জোছনার আলো ছায়া
এরপর মেঘের আড়ালে গেলে চাঁদ
ছায়াপথ ভুলে থাকি
ভুলে থাকি আর কিছু তারা।

বৃষ্টি, কান্না ও ভালোবাসার কথা

কেমন বৃষ্টি হলো
এখন চাঁদের আলো
তোমরা যারা কান্না চাওনি
তারা কেন হাসো
যারা কখনো জোছনা দেখনি
তারাই ভালোবাসো
পুবের বাতাস এলো
দক্ষিণা জানালাতে
ঝরবে ফুলের পাপড়িগুলো
নীল নীল ব্যথাতে
কারো দুঃখ, কারো হাসি
তোমাদের কথাতে
তখন বৃষ্টি ছিলও সাথে চাঁদের আলো
ঝরা ফুলের পাপড়িগুলো শিশির মেখেছে
কেউ আসেনি খুঁজতে তাদের নিভৃতে কেঁদেছে

মগ্ন

বৃষ্টিভেজা শীতল বাতাসে সুদীর্ঘ এক নিঃশ্বাসে
চেতনার কোন এক বৃত্ত থেকে ক্ষণিকের জন্যে বাইরে চলে আসি
চারপাশের কোলাহলে যদিওবা তার কোনো চিহ্ন থাকে না
শুকনো নদীর মতো তারপরও কাঁদছিলও এলোমেলো মন

এভাবেই কিছুক্ষণ বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকার পর
পথের দু'পাশের সব দরজারা অচেনা ঠেকে
মনে হয় মগ্ন আছি অন্য কোনো ধ্যানে
সব গাছ আর পাখিরা যেনও ঝরেপরা ছায়া

যেনও জলের গভীরে ডুবে আছে এক ফাঁকা ক্যানভাস
রোদের আঁচড় পরে তাতে আঁকা হয় অন্য ধারাপাত
সেদিকে তাকালে তুমি আর
বাতাসে ছিঁড়ে যেতে লাগলো কোমল কচিপাতা
সবুজের অসম্ভব আবেগি স্নিগ্ধতায়

অপার্থিব রাত

লোকালয় ফেলে এসে দেখি, এইখানে অপার্থিব এক রাত
যেন ছায়াপথ নেমে এলো পথের দু'পাশে
অনেক তারার ভীরে ফুটে ওঠে অচেনা কত শত মুখ
তখন জোছনায় চারপাশে ঘিরে আসে আরো কত ছায়াময় ছায়ার শরীর

রাত আরো গভীর হলে, সেইসব আলেয়ারা বার বার মুছে যায়
অচিন এই বনের গভীরে;
যেখানে থেকে থেকে অদেখা জান্তব সবুজের ঘ্রাণ খেলা করে
এখানে সেখানে চারপাশে লুকানো অজস্র পতঙ্গের কোলাহলের মাঝে,
হয়তোবা কেউ কখনই খুঁজতে আসে না, ফুটেছে আবার কোথায় কোন বনফুল

কে জানে কেমন ভোমরেরা আসে এইখানে
শরীরে পাথর মেখে—হৃদয়েও, তবে এইসবে কার কিবা ঠেকে
প্রান্তরের খোলা মাঠ পার হয়ে বিজনের এই বন, এই গ্রাম
জীবনের অন্য এক উৎসবে আছে মেতে।

'শুধুই আমার'

চাঁদ কি কখনো জোছনাকে বলেছিল
মেঘে ঢাকা আকাশটা 'শুধুই আমার'
এমন সময় দৃশ্যেরা কি সব থেমে ছিল
আমাদের চন্দ্রাহত স্বপ্নের মতো

কখনই এই চাওয়া স্রোতের মতো নয়
তার পরও থেকে থেকে শুধুই অমোঘ বিস্তারে
নিজের এই নির্মাণ অন্য কোনো প্রান্ত থেকে দেখা
বুঝতেই পারি না কখন যে কত কিছু হারিয়ে গেছে এই ফাঁকে

সেইসব অন্য অনুভূতি
আর বোধের বিকার
এই জন্ম, এই আমি,
এই অনুভব
এর সবই মিলেমিশে
এক শেষ
আমার জীবনে...

অপেক্ষায় নয়

কারো অপেক্ষায় নয়
তারপরও জেগে আছি সারা রাত ধরে
এইভাবে দেখতে চেয়েছি আকাঙ্ক্ষার অনেক গভীরে
এইসব কিসের আর্তনাদ, কার বিমূর্ত ছায়া বোধ
যেখানে বিবর্ণ হয় প্রতিদিনই রূপালি অব্যর্থ এই চাঁদের শরীর
অজস্র আলোর মেঘ, তারার সংসার, আঁধারের শেষ বলিরেখা
কারো অপেক্ষায় নয়
তারপরও জেগে আছি সারাটি রাত ধরে
যদিবা একটিবার ধেয়ে আসে সেই হাত
অনেক কোমল অনুভূতির স্মৃতি জাগানোর মতো করে
সেই পেলবতা যার মাঝে লুকোনো আছে সময়ের আর কিছু অব্যক্ত করুণ বিস্বাদ

স্বর্গের অন্যতম বাসিন্দা

এখন আর সেই স্বর্গ নেই,
স্বর্গখানা উঠে গেছে অনেক উঁচুতে
কেউ কি এখন আর বসবে যেচে আগেকার সেই রঙচটা বেতের সোফাতে
বিছানাটা এখনো যে আগের মতোই পাতা আছে
জমকালো ধুলোমাখা টাইলসের মেঝেতে
তারপরও কীটগুলো বেশিদিন দূরে থাকবে না
পাতা ক্ষয়ে যাওয়া ঘুণেধরা পাণ্ডুর বইগুলো থেকে
কাঠের ছাল ঝেড়ে, আজকাল আসবাব রোদ এলে অনেক চক্ চক্ করে
রং পলিশ তার ওপর বার্নিশ আকারে দেওয়া আছে লেপে
এইবার এই শীতে শীত-ঘুম ভেঙে গেলে ব্যাঙেরা পারবে না
আকাশের নীল ছুঁয়ে উড়ে উড়ে এখানে আসতে
এ্যাশট্রে পৌঁছেছে, ফুল দানিও, কিন্তু এসবের যা কিছু ভেঙে গেছে
তার সব বেছে বেছে ফেলে দেওয়া হয়েছে অতি নিষ্ঠার সাথে
সে এখন স্বর্গে আছে, তার সাথের আরো অনেকেই
মাঝে-সাঁঝে এরা আবার বিরহী মর্তের সাথে যোগাযোগ রাখে
তার পরও বলতে হয় স্বর্গখানা এখন অনেক উঁচুতে উঠেছে!

সেইসব ঈশ্বরের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন

তুমি কি ঈশ্বর ছিলে?
কাদের! তাদের কি দিয়েছ কিছু টুকরো জীবন
নাকি খণ্ড খণ্ড মৃত্যুভয় আর অসীম কামনা প্রাণ
তুমি কি আসলেই ঈশ্বর ছিলে?
কবে! কখন আসলে!
কাউকে কি মাঝে মধ্যে কখনো-সখনো বলেছিলে,
আসলেই এর সবকিছু তোমারই হবে।
তুমি কি কখনো আসলেই ঈশ্বর ছিলে?
কতটুকুন
পাহারের সমান অথবা অসীম
তার চাইতেও খানিকটা ছোট অথবা অসীম ক্ষুদ্র
তুমি আসলেই কত বড় ঈশ্বর ছিলে
—কত বড়!... কত ছোট!
আসলেই তুমি কী কোনোদিন ঈশ্বর ছিলে?
আসলেই!
কেউ কেউ ঈশ্বর হলে
জানতেও পারে না
তুমি যে ঈশ্বর ছিলে জানলে কি করে
তুমি কি ঈশ্বর ছিলে কোনো কালে
কেন তুমি এরকমই ঈশ্বর ছিলে?

স্মৃতিতে প্রাচীন দেয়াল

একটা প্রাচীন দেয়ালের সাথে কত সখ্যতায় তার প্রায় ক্ষয়ে যাওয়া বয়েসি ইটের খাঁজে খাঁজে জমে থাকা ভেজা মাটির পরতে বেড়ে ওঠা বুনো ফার্ণ আর পিপারোমিয়া আরো কত নাম না জানা কচিকচি চারা ঘন হয়ে বেড়ে ওঠা অবিন্যস্ত বুনটে। হালকা বাতাসে পাতাদের ছায়ার আড়াল অসম্ভব এর চলমান জ্যামিতিক কারুকাজ হয়ে দেখা দেয়। আঙ্গিনার ওপারে পুরাতন সেই দেয়ালের বিপরীতে গোটা কয়েক বিদেশী কুকুর সারাদিনই ঘুর ঘুর করে। তার বাদেই কিছুটা দূরে দিঘির টলমল জলের কিনারা ধরে ছায়াময় শান্ত জলে মাছেদের ঘুম আর ঘুরে ফেরা জলজ আগাছার আনাচে কানাচে। পাড়েই উঠিয়ে রাখা কচুরিপানার পচা কালো শিকড়ের ভীর ঠেলে শিশুদের জুতোর ফিতের মতো হলদে-কালো নকশা আঁকা শরীর নিয়ে ঢোরা সাপেদের ঘুরে ফেরা, শেকড়ের ভীর ঠেলে তাদের বেরিয়ে থাকা লেজের অবুঝ সঞ্চালন। শ্যাওলা মাখা অনেক দিনের পুরাতন কালো কাঠের নড়বরে ঘাট থেকে জলের উপরে উঠে আসা একটি কঞ্চির মাথায় দিনমান অপেক্ষায় থাকা একটি মাছরাঙার অপেক্ষার দিন বার বার শেষ হয় ঝুপ করে জলে ঝাপ দিয়ে, আকাঙ্ক্ষার মাছ ধরে ধরে। এই সব শান্ত দিনের নীরবতা ভাঙে সাপ দেখে ভয় পাওয়া শিশুর চিৎকারে-দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দেয়ালের ভাঙা কোণ পার হয়ে আরো জোরে ভোঁ-দৌড়ে এইসব নির্মল প্রকৃতির প্রান্ত থেকে ক্রমশই সে অনেকটা দূরে সরে যায়।

বিপ্রতীপে

বিপরীত স্রোতগুলো কি এত সহজেই বুঝতে পারা যায়
এর মাঝে যারা আগাছার মতো বেঁচে থাকে
কেবল তারাই দেখে বার বার এইখানে জমে ওঠে কি সব জঞ্জাল
তারপরে এই সব শৈবালের রক্তে মুছে দেয় নিয়মের সব অনিয়ম
আমরা যে গান গাই তাতে কারো ঘুম কি ভাঙবে
অদৃশ্য দেয়ালে আড়াল হয় সব স্বপ্নের দ্যোতনা
মাটির ওপরকার ধুলোমাখা এই যে বাতাস
তারা সব বিষবাষ্পে মেখে এখন ভাবছে বসে
এভাবে আহত আমরা, যে শিশুটি আসছে
তার কাছে এসবের কি জবাব দেব

প্রহর

পথ চেয়ে থাকি একা নিরালায়
বিবাগী প্রহরগুলো আলো ছায়ায়
আমার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে যায়
বহুদিন কেটে গেলো তুমি আসনি...।

আমি কতখানি বন্দি জানো

আমার এই তর্জনী এখন আর আগের মতো মুষ্টিবদ্ধ হয় না
ট্যানডন ছিঁড়ে যাবার পর এই টুকুন আপস করে চলতে হয় তাকে
তারপরে আরো আছে নতুন করে কলম ধরা শিখতে হয়েছে আমাকে
অনেকদিন টেবিল চামুচে তুলে ভাত খাবার পর এখন আবার নতুন করে
রংধরা মসলা মাখছে তার নিজের শরীরে
আমি কতখানি বন্দি জানো
তারপরও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আপোষ শিখিনি এখনো
সেজন্যেই কাজেকর্মে ঘরে বাইরে অনেক মূল্য দিতে হলো
এসব একাকীত্ব ভর করে সন্ধ্যা দুপুর দিনমান সবটা সময়
আমাকে শুধুশুধুই গুনতে হয় অনেক প্রহর
মানুষের সঙ্গ পেতে মাঝে মাঝে
পরিচিত মুখের খোঁজে এখানে সেখানে যাই
অনেকেই দেখা দিতে চায় না কেবলই দুরালাপে লুকোচুরি করে
অনেক আপসরফার পর আমি তাদের কাউকে কাউকে
পার্কের বেঞ্চিতে ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রাখতে পারি
এমনকি কারো কারো সাথে দেখাও করি না
কখনো কখনো আমারও অন্য কারো জন্য অপেক্ষায় সময় যায় কেটে সেই
বেঞ্চটিতে বসে
আমি কতখানি বন্দি জানো
ফুটপাথ, বাড়িঘর, অলিগলি
সবখানে আশ্রয়হীন মানুষেরা ঘোরাফেরা করে
তাদের কিছু একটা গতি হোক
সোজাসুজি সে দাবি আমি আজ আর কারো কাছে করতে পারি না
অগোছালো জ্ঞানের ভারে এখন আমি
অনেক প্রচণ্ড সত্যকে সত্য বলে মেনে নিতে চাই
অনেক প্রচণ্ড মিথ্যাকে মিথ্যা বলে মেনে নিতে চাই
প্রথার শিকড়ে আমি আমূল বিদ্ধ হই বারবার
নিজের দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকেই আর চিনতে পারি না
শুধু এখন এই মুহূর্তে কতটুকু বন্দী আছি সেই প্রশ্নটা অন্যের মুখে শুনে
আবারো নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করতে ভীষণ লজ্জা পাই, তাই ভুলেই যাই

আমি কতটুকু বন্দী জানো?
মাঝ রাতের এই শীতল চার দেয়াল আমাকে যতটুকু নিরাপদ করতে পেরেছে
যতটুকু জোছনা দেখা থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পেরেছে
ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর রাতের সব নিস্তরঙ্গ আগাছার ঝোপ থেকে
আমাকে যতটা দূরত্বে সরিয়ে রাখতে পেরেছ
আমি কতটুকু অন্ধ জানো?
আমি যতটুকু স্বার্থপর ঠিক ততটুকু
আমি যত বেশি ভালোবাসতে পারি ঠিক ততটুকু
আমি যত বেশি ঘৃণা করতে পারি ঠিক ততটুকু
আমি যতটুকু গভীর দুঃখে আক্রান্ত হই ঠিক ততটুকু
আর যতটুকু বোধ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছি...
চিরদিনের জন্য যতটুকু স্মৃতি মুছে গেছে
যত রক্ত
যত ঘ্রাণ
যত তৃষ্ণা
যতটুকু ছিলও আমার মায়ের অপেক্ষা
আমার চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে... ।

কি এমন ঈশ্বর

কি এমন ঈশ্বর
মেখে দিলো প্রশ্ন মনের পাঁজরে
মনে প্রশ্ন জাগে
আর প্রশ্ন জাগে
শুধু উত্তর খুঁজে
আর উত্তর খুঁজে
আর সন্দেহ করে বসে
তার সব সৃষ্টিতে
তার অস্তিত্বে
আর তার অস্তিত্বে।

বুঝিনি বসন্তের বেলা

সব কিছু নিয়ে গেলো...
কি এমন হতাশার মেঘ চারপাশে
বাতাস আর কয় না কথা আগের মতো করে
রোদও মনে হয় আজকাল আর পোড়ায় না
তেমনি করে মেঘও ছায়ায় ছায়ায় আর তো আসে না
গাছের পাতার সেই পরিচিত শব্দ হয় না তো
পাখিরা গানে গানে আর কি ডাকছে কোথাও
ভ্রমর কি জানে ফুল ফুটেছে কত দূরে
আবার শীত চলে যাবার পর কুয়াশা গেলে সরে
তারা কি কেউ আর আগের মতো করে
সেইসব কথা কিছু জানতে পারবে না
বিজনের বসন্তের কথা কোন বনের গভীরের
যেখানে নির্বাসিত প্রহরেরা চিনেও রাখে না কোনো
কোকিল ফুল অথবা ভ্রমর
পাতারা পাতার ছায়ায় বাতাসের দোলা শেষ হলে
সেই বসন্তের কথা কিছু বুঝতে পেরেই যায় শুধু ঝড়ে

একা এবং বৃষ্টির রাত

একা একা বসে আছি
বৃষ্টি ভেজারাতে
কোথায় যেন বাঁশি বাজে
কান্নার সুরে ॥
কালো মেঘে
আকাশ আজ ঢেকেছে
সেই সুরে
আঁধার নেমেছে ॥
কার মনে কী ব্যথা
কোথায় কে রাত জাগে
বিরহীর সে কথা
বাতাস বুঝি জেনেছে ॥

পথ-১

এইখানে বসে বসে
লিখে যাই এই যে কবিতা
এইখানে বসে বসে
যা কিছুই লিখি তার সবটা কি,
সব কি কবিতা নাকি
মন বুঝি, বুঝতে চাই, কারো কারো
মন বোঝা, যায় নাতো তার সব
ছোট খাটো ব্যথাগুলি দেখা
ভুলে থাকি, ভুলে যাই
আরো কত কিছু
কিছু তার, কিছু পর
কত ধুলা, কত কি যে মুছে ফেলি
জীবনের কত অলিগলি
কেবলই যে মনে হয় পেরিয়ে এসেছি
জীবনের পুরাতন সেই দিনগুলি
আর কতশত বলা না বলার কথা।

পথ-২

গলির ভেতর সেই পুরাতন ধুলিমাখা ভাঙাচোরা রাস্তাটা
আজ অনেক ব্যস্ততায় আমাদের আগেকার দিনগুলি
জীবনের আরো যত পরিচিত অলিগলি সবই ভুলেছে
একাই আজ সে অনেক ব্যস্ত এখন
পরিচিতজনেরা আজ অনেকদিন পর তার কাছে
নতুন অনেক মুখ তার কাছে আজ খুব প্রিয় ঠেকছে
আজ থেকে যাদের পায়ের ছাপ সেই ধুলো মাখা পথে
যাদের চলার চিহ্ন গতি মুখ সব মুছে গেছে
দীর্ঘ দুপুরের কোনো একাকীত্ব
এই পথ তাদের কথাকি কিছু কখনই মনে রেখেছে

পথ-৩

একা এই পথের দুপাশে
ঘরকুণো নৈশব্দেরা ভর করেছে
আজ যদি তাদের কথাই বলি
যারা আর নেই সেই পথে
পথের দুপাশে ধুলো
অলিগলি চারপাশে নেই চেনা মুখ
তাদের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায় বাতাসের করুণ স্পর্শে
এইখানে কোন দূরে সেদিন
কোন পথে কারা যেন চলে গেছে
কারা যেন এসেছিল
কারা যেন আসবে আবার
পথের এই ধুলোর কিনারে

দাসবৃত্তি শেখাই

প্রতিদিন মানুষের দাস হওয়া দেখি
মানুষেরা কেন যেন দিন দিন প্রতিদিন আরো বেশি দাস হয়ে যায়
বুঝি এই দাসবৃত্তিই তার নিয়তি
মুক্তির অমোঘ আলো কোথায় যেন বন্দি হয়ে আছে
এইসব মানুষেরা যেন দাসবৃত্তির কঠিন বাঁধনে বাঁধা
মুক্তি তাদের সুদূরপরাহত
মুক্তি নেই, মুক্তির চিন্তাও নেই, চেষ্টাও নেই
নেই তার বুদ্ধির মুক্ত চর্চা
আর যারা নিজেদের মুক্ত বুদ্ধির বলে মনে করে
তারাও পুড়ছে এক দাসত্বের কালো আগুনে
প্রতিদিন ঘুম ভাঙে দেখি দাস এই সবে যেখানে সেখানে
যেদিকেই যাই, যেদিকে তাকাই—দাস আর দাস
বেতন দাস
টেকনো দাস
ধর্মদাস
কর্ম দাস
আরো কিছু চিন্তকের দাস
এদের সবার চার দিকে আজব রঙের ছড়াছড়ি
এদের কেউ নিজে থেকে পছন্দের রঙটি নিচ্ছে মেখে গায়
চিন্তা মননে, আরো সব পেশার কারণে, অন্যান্য সব প্রয়োজনে
ভেতর বাহিরে সবাই কমবেশি এতে করে অভিভূত হয় সাময়িকভাবে
কিন্তু এক সময় সবারই স্বপ্ন ভেঙে যায়, ক্রমেই স্বপ্ন ভাঙে, স্বপ্ন ভেঙে যায়
এইসব দাসেদের স্বপ্ন ভাঙে, ভেঙে দেয়া হয়, ভেঙে যেতে থাকে
কখনো কখনো এই সব দাসেদের স্বপ্নগুলোকে সংগ্রহ করা হয়
যেনও দাসবৃত্তির জন্যই তাদের ভেতরে কি এক স্বপ্ন কাজ করে
এইসব সমীকরণের গহীনে জটিল সীমারেখায় বড় অদ্ভুত এই জীবনযাপন
আমরা নিজেরা প্রতিদিন আমাদের দাসবৃত্তি শেখাই
জেনে যাই এখানের চূড়ান্ত সত্য বলে আসলেই কিছু নেই
আপেক্ষিকতার ভ্রূণে গড়ে ওঠা আমরা কিছু একটা আঁকড়ে ধরে
বড় বেশি সান্ত্বনা পেতে চাই, কিন্তু তারপরও নিজের অবস্থানে সন্তুষ্ট কেউ নই

এখানে যত বেশি চিন্তা ততবেশি বিভ্রম, যতবেশি মতো তত বেশি পথ
তত বেশি ক্লেশ আর কান্নার রোল, মানুষ তত বেশি অসহায় হয়
এখানের সব খাপছাড়া নিয়ম-বিধান মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন গতি নেই আর
এরা ভাবে নিয়তির দড়ি ছেঁড়া কি সম্ভব তাদের এই ক্ষুদ্র কীটদের পক্ষে
সম্ভব কি পরম বিধান ভাঙা, যে বিধান এই পেটের বিধান
তাকে কি অতিক্রম করা সম্ভব যেখানে সত্যের চিহ্ন মাত্র নেই
এইসব ভোগবৃত্তির নতুন সব দরজা খুলছে প্রতিদিনই
তাই বুঝি একদমই সত্যি কারের ত্যাগ হতেই পারে না
এখানে ত্যাগ মানে শুধু ভোগের নতুন দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া
এই ত্যাগ অতি কৌশলী ত্যাগ

মানুষ কেমন করে যেনও এতসবের দাস হয়ে যায়
মানুষ মানুষের দাস হয়
দাস হয় অশুভ তন্ত্রের
হয় অশুভ ইজমে আক্রান্ত
মন ভোলানো সব স্বপ্নের কথা তাদের মুখে খইয়ের মতন ফোটে
তাদের সেই মহামহা ভারি ভারি কথায় আকণ্ঠ হয় কাঁচা-পাকা, আধা-পাকা
মস্তিষ্কগুলি, অতি কথনের মোহে আক্রান্তেরা পিপীলিকার মতো
দলে দলে মানুষেরা দাসবৃত্তির মোহে আরো বেশি দাস হতে থাকে,
আলো দেখে বিভ্রান্ত পতঙ্গের মতো বন্ধন মুক্তি আর মুক্তসব চিন্তাকে,
তারা সবাই ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো ঘৃণা করে বেঁচে থাকে
বাকিটা জীবন।

নাগরিক

১.
বিশাল প্রাচীর ঘিরে জানালার ওপারে
এই নদী নাব্যতা কালো পাথরে
ধাতব শব্দ গিলে ভাটি আর উজানের পরে
এই নিচে বাঁক নিলো চারটি মোড়ে
লেজ নেড়ে আলো দেয় জানিনা কারে
তখন সন্ধ্যা হলে রঙ আঁধারের
পেয়ালার চার ধার চক্ চক্ করে
কেউ কেউ সেই দুঃখে ফেলে দিলো
পুরাতন ব্যবহৃত এ্যাসট্রেটারে।

২.
কেবলই কি ছাই আছে! ছাইদানি নাই!
তাহলে ফেলবে কিসে...
নিয়ে এসো ভাঙাচোরা পেয়ালাটা
ওটারই যেদিকটা বাঁকা কোণা
সেখানেই শিব রেখে
অবেলার প্রেম কি শেখাই।

৩.
পাহারের চোখ খুলে পর্দা লাগাই
রোদের আলোতে তার যতটা মানানসই
বাসি প্যাপিরাসে তার কিছু ছাপ রেখে দেই

৪.
যা বোঝার তা বুঝে নেইনি কেন?

৫.
মনোগত দেওয়ালের অপার হৃদ্যতায়
সঙ্গিন ডানাগুলো কোথায় যে পালিয়ে বেড়ায়!

ফাঁদ

কেউ কেউ শহরের আলো ঝলমল রাত দেখে
কেউ কেউ শহরের চাঁদ দেখে
কেউ কেউ এখানের ফাঁদ দেখে
আমি দেখি এসবের ভেতর বাহির
আর সেইসব পরিচিত শব্দ নিয়ে খেলি
চেনা সব কথার মাঝে অচেনার রঙ মাখি
তারপরও যেন কিছু মানুষের কথা কখনই বলা হয়ে ওঠে না
যেন এক রোমশ অদৃশ্য হাত বেড়ালের সখ্যতায় যখন তখন
বেহায়ার মতো আমার কণ্ঠ চেপে ধরে থেকে থেকে ভ্রমরের গান করে
যেন এই অগোছালো গেরো-ফস্কায় জুড়ে যাওয়া
ভাবনার সুতোগুলো ছিঁড়ে দিতে চায়
অথচ আমার শঙ্কাময় সেইসব ভাবনার কাতর দেয়াল ঘেঁষে
আড়াল হয়ে থাকা সব সত্য কে বুনো এক খেয়ালে জড়িয়ে থাকে।

অন্তিমের আততায়ী

সব সময় বুঝি আমি সেই খুনিদের খুঁজে বেড়াচ্ছি
রক্তমাখা অদৃশ্য ছুড়ি হাতে কারা যেনও পালিয়ে বেড়ায়
আমাদের চারপাশে খসে যাওয়া অসংখ্য তারা, নক্ষত্রের অপ্রিয় মৃত্যু...
আছে শূন্য সব সমাধি দীর্ঘশ্বাসহীন নিস্তরঙ্গ, যেনও পাথর শরীর
এইসব লুকোনো আছে মর্মর ঝরা পাতার কর্কশ বিছানার অন্তরালে
সেখানে অনেক পরে ফিরে আসে ছাই আর ছাই, হাড়ের অস্তিত্ব গ্রাস করা
পোড়া চর্বি আর মাংসের ধোঁয়ায় অমোঘ বিস্ফোরণে
কেউ কি দেবে না তারে ফুল, ভুলগুলো মায়া মাখা কবরের শীতল পাথরের ওপর
সেইসব অন্তিম ইচ্ছার তরে, আরো কিছু জড়তা পাওয়া অবুঝ চাপা কান্নায়
সেইসব অণুজীব, আগুন জিহ্বা, ঝরা জীবনের পথের ওপরে শুয়ে থেকে
সবগুলো শবাধার পার হয়ে রক্তমাখা ছুরি হাতে কোথায় পালালও
কে?

প্রিয় সত্যের অপ্রিয় দিক

সব রাত চেয়ে থাকে রাতের গভীরে
সব চাঁদে গ্রহণ লেগেছে
জোছনাও পারতো না দেখতে আমাকে
রোদ যদি খুব কাছে আসে

তুমি কোথায় ঈশ্বর!

মূর্খেরা চিনলো না
জ্ঞানীরা খুঁজেও পেলো না—পেলো
অজ্ঞেরা ভান করে
তুমি কোথায় হে ঈশ্বর!
চেনা আলো থেকে কত দূরে
কোন গান গাইলে কী সুরে...
দৃশ্য অদৃশ্যর কতটা গভীরে
তুমি কোথায় হে ঈশ্বর!
যতসব ভাঁজগুলো খুলছে প্রতিদিন
সব শেষে পেলে কিছু মসৃণ,
তারাদের গভীরের অনেক মলিন কণার কথা... জানা হলে...
আমরা কি তার পরও বলবো প্রতিদিন—
তুমি কোথায় হে ঈশ্বর!?

পতঙ্গের বন

এই বনের ভেতর কত যে পঙ্গপালের স্বপ্ন ভেঙে গেছে
তাদের মড়া পাখনার অনেক ভাঙাচোরা
বুনো বাতাসের বেয়ারা ধুলোর সঙ্গে এখনো উড়ছে
বর্ষার পর এসব ধুলোবালি খড়কুটো কোথাও আর থাকেনা
ঝরাপাতা ডালপালা সমেত পশু ও পতঙ্গের মল সমেত মড়ে পচে ভেজা মাটিতে মিশে গিয়ে শেকড়ের ক্ষুধা মিটিয়ে ক্লান্ত মাটিকে আবারো জীবন্ত করে তুলে
রাতের গভীরে সেইসব মড়া পতঙ্গের প্রেত আত্মারা ধরা দেয় অন্ধকারে দপ করে জ্বলে ওঠা আলেয়ার আলো হয়ে যেন আবার দুপুরের রোদে ফিরে আসতে চায় কিন্তু সেই চেষ্টা আর সফল হয় না, দিনের বেলা কেবলি উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে পশুপাখি কীটপতঙ্গ আর জ্বালার পাসে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা আৎকে ওঠে, এরা এসবের রহস্য কিছু বুঝতে না পারলেও কিছু ক্ষণের জন্য কারো কারো মনে কি যেন এক দুঃস্বপ্ন ভর করে। এভাবে দিনের আলোর সময়টুকু চুপ থাকার পর বিশ্রামে থাকা সেইসব নিশাচরেরা তাদের স্বাভাবিক প্রতিদিনকার জীবন যাত্রায় ফিরে যায়। রাত যেনও আরো ভয়ঙ্কর, শিকারেরা সেখানে পালাতে ব্যস্ত, শিকারিরা তাদের পিছু ধাওয়া করে। এক সময় চাঁদ উঠলে পরে মৃদু চাঁদের আলোয় আলো সংবেদী গাছেরা তাদের ফুল আর পাতার পসরা মেলে ধরে, বর্ণহীন পূর্ণযৌবনা ফুলেরা তীব্র সুবাস ছড়িয়ে নিশাচর পতঙ্গদের কাছে টানতে থাকে। জীবন যাত্রায় অভ্যস্তের মতো সাত পাঁচ কোনো কিছু না ভেবেই পতঙ্গেরাও সেদিকেই পা বাড়ায়। রাত যত বাড়তে থাকে শিশির পরার সময় যেন তত বেশি ঘনিয়ে আসে। এভাবেই বারবার অঢেল রোদ-অন্ধকার-আলো-অন্ধকার-আলো, অঢেল বৃষ্টি ক্ষরণ। মাটির গভীর হতে এইসব ব্যস্ত জীবন প্রতিদিন থেকে থেকে যে রস শুষে নেয় তার অন্তর্গত সত্যকে এখানের কারোরই সামান্য পরিমাণেও জানার দরকার হয় না। কিন্তু এই সত্যের ভেতর-বাইরের কোনো এক অন্তর্ঘাতী স্বপ্ন তাদেরও তাড়া করে ফেরে। পরম্পরার এতসবের সাক্ষী হয়ে আছে এই বন, না! বন নয় এই মাটি। না! মাটি শুধু এই মাটি কেনও এই পৃথিবী সূর্য, হতে পারে পুরোটা ছায়াপথ, সমস্ত মহাবিশ্ব। কিন্তু এরও পর আছে। আসলেই সেরকম আছে নাকি কিছু?

রেফারেন্স

গল্পের কতগুলো লাইনের রেফারেন্স দিলাম
যে যে লাইনের রেফারেন্স নেই
তারও রেফারেন্স দেওয়া হবে
তবে, নবীন সেই লেখকদের গ্রন্থগুলো
ছাপা হোক আগে।
আপাতত এতসব ইদানিং আমার নামেই যাবে।
আরো কিছু লাইন যদি আগেভাগেই ছাপা হয়ে থাকে
সহৃদ জানবেন বিনয়ের সাথে;
সত্ত্বর সেসবের রেফারেন্স অ্যাড করা হবে

চারা আর বৃক্ষের বয়ান

বড় বড় গাছেরা কি চামচার দল?
আরো বড় গাছেদের ছায়া না পেলে
কি করে এত দূর বাড়তিরে বল ॥
বড় বড় গাছেদের ছায়া সুশীতল
লতা পাতা বেয়ে চলে
আগাছায় অগোছালো
জংলার দল ॥
কচি কচি চাড়া বাড়ে
বীজের নিয়মে
আরো কত নিয়ামক
কেউ কি জানে?
অবেলায় আলো পেলে,
ছায়া দিলে
যত বেশি জল ঢালো
তার কি মানে?

ইঁদুরের গান লিখিয়ে

বারো মাস ইঁদুরের গান লিখে
আমাদের ঘরকুনো হুলো বেড়াল
ছাপোষার পকেট নিংড়ে
দাপরে বেড়ায় টাইলসের মেঝেতে
ক্যান্ডি কেকের নরম বুকে ছুড়ি চালাতে
তার সাথে মুহুর্মুহু হাততালি পেতে
আর নিজে কিনে অন্যের দেয়া
উপহারগুলো পেতে সে খুব ভালোবাসে
সময়েই ঘুম পায়, সময়েই যায় তিনি উঠে
রোজ সকাল বিকাল পায়চারিতে
মাথার ভেতরকার অতিগোপনীয় প্যাচগুলো গুছিয়ে নিতে
আড্ডায় আগডুম বাগডুম ফুলঝুরিতে
সবার মাঝে তার জুড়ি মেলা ভার

গান গাই

গান গাই
গান গাই
কবিতার লাইন চুরি করে।
গান গাই
গান গাই
এত ভালো বেমানান
কি দারুণ কথা লিখিয়ে
সেইসব কবিদের ভাড়া করি
ছলা কলা রং ঢং
টাকা কড়ি,
এত এত খ্যাতির লোভ দেখিয়ে।
গান গাই
গান গাই
কবিদের ভালোবাসা সুখ দুখ
ইনিয়ে বিনিয়ে ॥

অন্যরা

আসতে তো চায় তারা
আসছে না কেন
এখানে তো নীলিমার রঙ মাখানো
সূর্য হয় না ক্লান্ত
তবে আমরা কেন
পেরিয়ে এসেছি সেই ধুলো মাঠ
পথের অনেক কিনারা
আজ যখন বলতে চাই
কেউ শুনছে না
আসতে তো অনেকেই চায়
তবে আসছে না
এখন সময় বড় বিরাগ
তাই কারো ঘুম ভাঙছে না
তার পরও মনে হয়
ঘুম আসছে না
শুধু শুধুই জেগে থাকি
এই জেগে থাকা

আমি একা একা এই যুদ্ধে নেমেছি

আমি একা একা আমার এই যুদ্ধে নেমেছি
নেই ঢাল তলোয়াল
নেই শস্ত্রী-সেনার দল
শুধু একা একা
আর যুদ্ধটাও থেকে যায় দৃশ্যের বাইরে
তারপরও লড়াই চালাই আমার চেষ্টা মতন
এভাবেই প্রতিদিন রক্ত ক্ষরণ
সেইসব রক্তের অনেক ধারা
উষ্ণ স্পর্শ, বিদগ্ধ নিঃশ্বাস
কি যেনও চারপাশের অন্ধ আলোর মাঝে খেলা করে
আমি একা একা এভাবেই লড়াই করে যাই
ভাবছি না হারি কি জিতি
অনেক যুদ্ধের পরও
অযুত লড়াইয়ে আমি এভাবেই ঠাঁয় আজো দাঁড়িয়ে আছি
প্রতিদিন একা একাই অদৃশ্য যুদ্ধের জন্য নেই প্রস্তুতি
নির্বাক রণ হুঙ্কারে
ঝাঁপিয়ে পাড়ি অযুত আমার আমির সাথে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

জোছনা ছুঁয়েছে রাত

জোছনা ছুঁয়েছে রাত কোমল আঁধারে
আমি তার কাছ থেকে শুধু দূরে সরে যাই,
এখন কুয়াশা নেই রাতের আবছা চাদরে
চাঁদ বাড়িয়েছে হাত মেঘেদের অনেকটা, আরো গভীরে
যেনও তার সবটুকু হারিয়েছি;
এখন আর সেই সব খুঁজে পেতে যাই না তো জোছনার বনে
অমরাবতীর এক ছায়া রাত্রিই এসেছিল এইখানে এই নির্জনে,
তারপরও সে আবার কাউকে ডাকেনি
অপেক্ষায় রয়ে গেছে কত শত বিপরীত তারা,
অমোঘ স্পর্শ আঁকে চেতনার আবছা দেয়ালে
বলে রাখে এই খানে কত কাছে তোমাকে দেখছি,
স্বচ্ছ আড়াল আঁকে; আবার পাসেই দাঁড়িয়ে থাকে
আসে না তো কোনোদিন আর কারো কাছে;
এভাবেই চেয়ে চেয়ে দেখে, আবার অনেক কথা বলার মতো করে
ইশারায় ফেলে দিয়ে যায় আমাদের নিজেদের খুব কাছের চার দেয়ালটাকে।

কোনো রাতে–২

কোনো রাতে চাঁদ
ফিরে আসে বার বার
বেদনা বিষাদ।

সেই রাতে মেঘ
আর কিছু পাখি
ঢেকে দিল কি আবার
জোছনার আঁখি।

গাছের ছায়াতে
চাঁদের শরীর
ঢাকা পড়ে গেছে
ঘন কুয়াশাতে।
সবগুলো পাতা
খেয়ালি বাতাসে
কি যে গান করে
শুধু পারি না বুঝতে।

আর কিছু তারা
ভুলে গেল যারা
কেউ শেষে ফিরে এলে
পারে না চিনতে।

সবগুলো রাত
দিয়েছে আঘাত
আঁধারে আধারে
বিরহী স্বপ্নের
একাকী পাথারে।

এমন বিজন
নদী মেঘ বন
জোছনা ধুয়েছে
অজানার মন।

অচেনা আগুনে

আমারও দুঃখ আছে মনে
বলতে পারিনি তোমাকে
যোজন দূরে সরে থাকা
এ যেন হারাবার ভয়ে

চেনা পথে বারবার হেঁটে হেঁটে
বারবার অচেনা আগুনে পুড়ে
খুঁজেও পাই না কি চাই
পারি না বুঝতে নিজেকে

কি যেন চেয়েছিলে দিতে
অকপটে পারিনি তো নিতে
তাই তো ফিরিয়ে দিয়েছি
জানি না কি যে সঙ্কোচে

পুরুষ

কামনায় পুড়ে
তুমি হও নতজানু
নারীর শরীরে

তারপরও যা বলা হয়নি

অহংকার ছিরে ফ্যালে মাংসের হৃদয়
ভুলে যায় যা কিছু অতিতে ঘটেছে
কাচ দিয়ে তুলে নেওয়া এসিডের তোপ
তার কিছু ঢেলে ছিল এখানে সেখানে
তারপরও কমেছে কি কিছু এ মনের ক্ষোভ! সস্তা শিকার
শলার কাঠির মাথায় লালচে টিউবিফেক্স
বারকতক চেষ্টায় উঠে আসে; ঘোলা জলের
ঢেউয়ের নিচে লাল আভায় ড্রেনের তলানি ঘেঁটে ঘেঁটে
তবু মনে হয় বর্ণচোরা সব, না হলে কি মাংসের পরে
যাদু টোনার মতো করে রঙ ধরে রাখে যত সব এই পটলচেরা ঠোঁট
অমাবস্যা আঁধার করেছে তারও কিছুটা উপরে
বিশ্বাসই হয় না শ্যাম্পু দিয়ে কতটা যত্ন করে
কেউ কেউ, কি করে অদৃশ্য এমন চাঁদ ধুতে পারে
স্বপ্নগুলো সমাচ্ছন্ন তাও অগ্রবর্তী হয়ে
কতটা জুড়ে যায় অতীতের সাথে
(ভবিষ্যৎ যে না, তাইবা বলি কি করে)
উল্টে পাল্টে দেখে নেই বাইন্ডিং করা কতগুলো
মার্জিন আঁকা সাদা পাতার সামনে সাংকেতিক
(হৃদয় বা ভালোবাসার চিহ্নে)
আপেল আর আধ লাইন লেখা থাকতে পারে
আর বলে রাখা ভালো—তার পরও প্রায় এক যুগ
তেমন করে আসলেই কেউ আর চিনলো না আমারে
তবে স্বপ্নের ভেতরেও কিন্তু মাঝে সাঁঝে ভুল হতে পারে।

মাতাল বুদ্ধি

মদিরার বিষে যখন ঢাকছে চেতনা
আশপাশ সুকোমল,
স্নায়ু অন্ধ হাতরে ফেরে
সহজের ঘ্রাণ।
আয়োজন হতে পারে তার চেয়ে কিছুটা কম
কিন্তু করার কীইবা আছে
মাতাল বুদ্ধি সেতু বসেছে বেঁকে ইন্দ্রিয়ের ওপর
চারপাশ ঘন নীল কখনো কালো
হতে পারে চেনা নেই অন্য কোনো আলো...।
সময় হারিয়ে ফ্যালে যখন প্রহর
ফিরে পেতে তখন কি ঢের বাকি থাকে
অষ্টাদশী কিশোরীর আধা নগ্ন শরীরে
কখন যে জোছনা চাঁদ ভর করেছে।

অপাংতেয়

হাত ধরেছি সবুজ আলোর
শীতল নদীর জল
আমার কাছে মিথ্যে তুমি
মিথ্যে কোলাহল।
ভ্রমর দেখে হাত পেতেছি
ফুলের মতো মন
সময় গেছে পাইনি কিছুই
কাছেই বৃন্দাবন।
পথের ধুলা পথেই আছে
কেউ মাখেনি গায়
বাতাস এসে উড়িয়ে নিলে
কেউ খুঁজে কি পায়?

ছলাকলা

কি যেন বলেছি
কি যেন বলা
কি যেন বলতে চাই
হয় না তো বলা
একই পথে বার বার
একই পথে চলা
ফুরাতে চায় না কিছু
এই ছলাকলা

কেউ দিয়েছিল মন
কেউ তো দিল না
কেউ কেউ ফিরে আসে
অনেকে ফিরে না
তাদের নিয়ে কেউ কথা তো বলে না
তাদের মনের কথা জানা তো হলো না

কি করে বলবো আমি মনের কথা
মন তো রয়েছে সাথে রঙিন পাখা
শুধু উড়ে যায় সুদূরে
হারিয়ে যায় কোন দূরে

নদী কত দূরে

একাকী পথ চেয়ে থাকি
জানি আর আসবে না ফিরে
নিভৃতে আঁখি জল ঝরে
কে যেন বলে ছিল নদী
কত দূরে...
বুঝতে পারিনি কি ছিলে
এখন এই শূন্যতা আমাকে
চারদিক দিয়ে আছে ঘিরে
যতই রাত নামে
যতই আঁধার হয়
আরো বেশি করে
আরো একা লাগে

এমন ভাঙ্গলো বাঁধন
দু'চোখ আজ অশ্রু সজল
কেবলই যে ভিজে যাই আঁখি জলে
কে যেন বলেছিল নদী
কত দূরে...

হারানো মেঘেদের কথা

হারানো মেঘেরা বুঝি কোনোদিন আর
এই মেঘ হয়ে ফিরে আসবে না
বাতাস গিয়েছে সেই কোন দূরে
যতবারই আসুক না ফিরে

তার সাথে বসে আছি কিছুদূর হেঁটে এসে
কত বার যে হলো এভাবে নীরবে পাশাপাশি বসে থাকা

ঘুম-যোনী

ঘুম-যোনিতে
ঘুম-যোনী তোর
ঘুম-যোনী
সর্পফনী
দুইটা মনি
লড়বে বলে পণ করেছে
তোর সাথে
উগ্র তরল ব্যগ্র ফুটে
চেষ্টা কত তাহারে পেতে
দৃষ্টি পরে মনটা নড়ে
বুকটা দুরু দুরু করে
কি করে আর আস্ মেটে
লোমশ লোলুপ তপ্ত চিবুক
কৃষ্টি কি আর ভয় করে
বৃষ্টি হবে
সৃষ্টি হবে
তোর তরে
গন্ধ মন্দ্র
পিচুটি সান্দ্র
তরসয়ে
তরিত শান্ত
ক্ষরিত ক্লান্ত
মনটা তবু তটপেতে চায়
তোর শ'রে (শরীরে)

ঘুমিয়ে পরার সময় আসে

এমন আঁধার হলে তারাদের ঘুমিয়ে পরার সময় আসে
তখন ক্যাকটাসের স্তূপ জ্বলে চাঁদের আলোয়
যদিও এসবের মাঝে বুনো ঘাসেরাও শিকারের শঙ্কা মুক্ত নয়
গাছের ছায়ায় বেড়ে ওঠা ফার্ণের লতা দূর কোনো অবলোহিত আলোর দূরভাষে
নিয়ত গাছেদের ডাল আর পাতাতে পাতাতে, শ্যাওলা ধরা ফাঁটা বাকলের ফাঁকে
অবুঝের মতো জড়িয়ে যায় মেঘ রাত্রির অমোঘ চাঁদের আভায়

যেখানে আকাশের শেষ

কোনো এক স্বপ্নের দেশ
হয়তোবা স্বপ্নেরা এসে
হাতধরে বাস্তবতার

প্রতিদিন আমরা যা চাই
তার কিছু কতটা বা পাই
কত ছোট একটা জীবন
কত বড় চাওয়া পাওয়া তার

এসে গেলে ফেরার সময়
ঠিকানাটা খুঁজে ফিরি তাও
এখন বাঁধন ছেড়ার সময়
বাধা পড়ে গেলে জাগে ভয় ॥

মন খারাপ

মন তো আর ভালো হচ্ছে না
এতকিছু দেখি
সেই আলো তো দেখি না
তাদের কথার ছলে
তখন ঘুম কি বলে
কেমন চুমকি জ্বলে
রোদের স্রোতের ঢেউ
আলোর স্রোতের কেউ
এইখানে আসে
আর তার এইখানে আসা
কার হাতে হাত রাখি
কার হাতে সেই ফুল
ভুল মাখা কাঁটা
রোদের স্রোতের কেউ
আলোর স্রোতের ঢেউ
কত বার ছুঁয়ে দেই
কত বার হাতে হাত রাখা

রাতের পরতে

রাতের পরতে পরতে
এই যে কুয়াশার ছোঁয়া
ঘুমেরা রয়েছে লুকিয়ে
রাতজাগা ধবল ফুলে
তার দেখা পেতে হলে যেতে হয়
নিজেরই চোখের অনেক আড়ালে
চাঁদ দেখে দেখে জোছনার রোদে
বসে থাকি মেঘেদের ছায়া চিহ্ন আঁকা
এই ধুলো বালি মাখা মেঝের ওপরে

কামনার জোছনা চাঁদ

আমাকে অনেক পথ হাঁটতে হয়
তারপরও ঠিকানা মেলে না
জেনেছি মানুষেরা স্বার্থপর
কেন যেন মানতে পারি না
মাঝে মাঝে সুকোমল হাত
কামনার জোছনা চাঁদ
ছুঁয়ে দেয় অস্থির আমাকে
এসবই স্বপ্ন বলে ঘুম ভাঙে না
তার পরও জাগতে চাই
আবার হাঁটবো বলে অস্থির সেই পথে
অথচ দাঁড়িয়ে আছি
মনে নেই কখন যে ঘুম ভেঙে গেছে

স্পর্শের অতল

চারপাশের এতসব কোলাহলের মাঝেও নিস্তব্ধ কিছু
স্পর্শের অতল দিয়েছে ঢেকে
আমি কার হাত ধরি
কেউ আমাকে ছোয় না তো এসে।

শেষ বসন্তে

আমাকে ঘিরে, এখন ভীষণ শীতল বাতাস;
কারণ, আমি এখন ভীষণ শীত পেরুচ্ছি।
আমাকে ঘিরে, কেমন যেনও আলোর ছোঁয়া;
কারণ, আমি দিনের আলোয় রোদ পোহাচ্ছি।
যেমন করেই হোক, আমার জন্য তোমার গানের
শেষ উষ্ণতাটুকু গোপন কোথাও জমিয়ে রেখো;
আতি গোপন, সঙ্গোপনে; শেষ ইচ্ছে অভিসারের তেমনি করে।
ভাবছো কেন, কেমন করে ফিরে পাবে
কিন্তু আমি যদি বলি
কেমন করে আমায় বল ফিরিয়ে নেবে?
আমার তেমন সময় তো নেই,
শুধু শুধুই অপেক্ষাতে দিন কাটাবে;
পথের চিহ্ন মুছে গেছে সেই যে কবে,
কেউ এখানে পথ চিনেতো আর আসেনি শেষ বসন্তে;
তুমি কি আর পারবে আসতে আমার কাছে,
আগের মতন দেহের ভাঁজে ঢং জড়িয়ে
চোখের তারায় আরেকটিবার রঙ ছড়িয়ে;
পারবে কি আর আগের মতো হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে
পুরনো সেই কথার ধারে আমার নরম হৃদয়টাকে কেটেকুটে
আবার তেমন মুগ্ধ করা ভালোবাসায় জুড়ে দিতে
আগেকার সেই আগের মতো, আরেকটি বার, আবার তেমন করে...

পথে

১.
ড্রেজারের সূক্ষ্ম চালুনি
নদী খুড়ে খুড়ে তোলে বালি
রূপালি ধু ধু প্রান্তর
গাংচিল
দূর গ্রাম
অজানার হাতছানি।

২.
নদী মেঘ বন
কামনার মন
চেয়েছে কী দিতে
তার কী হারাতে।
আঁধার সীমানা
ঠিকানা অজানা
কেন আসে
ফিরে ফিরে
ডেকে নিতে
তারে

বিতলে

তুমি যে এসেছো ফিরে সে কথা বলি না
হয়তো পারতে ফিরে আসতে
সেই কথা আমি বিশ্বাস করি আজো

এমনতো নয় আড়ালে আবডালে অন্য কোথাও থেকে
সারাক্ষণ শুধু আমাকে দেখছো
এটুকুই শুধু বুঝতে পারি আমাদের মাঝে আজ আর তুমি নেই
যখন ছিলে; ছিলে তখুনিতো

সকাল বেলার সেই পরিচিত রোদ
আজকের প্রতিদিনের মতো ছিল
চেনা আলোয় ঝলোমল
আর সেই রোদ বিকেলের ইচ্ছে করে উদাস হওয়া...

এই বেলা

এই বেলা কাটে না সময়
শুধু শুধু দিন কেটে যায়
চলে যাওয়া দিনগুলো হায়
কত দ্রুত গেছে যে সময়
এই বেলা আটকে গিয়েছে
সময়ের দ্রুত তাল লয়
পারি না তো গুনতে পলক
সময়ের নেই যে চলক
শুধু শুধু এই বসে থাকা
বসে বসে স্বপ্নটা আঁকা
ভ্রমরের পথ চিনে রাখা
কত দূরে গেছে আকাবাঁকা
ধুলো বালি আলপথ দিন্তের সীমাহীন রেখা।
মেঠো পথ মেখে আছে বুনো ঘ্রাণ, ঝড়া ফুল
এইসব কত দিন হয় না তো দেখা।

পরস্পর

বাহিরটাই দেখতে পারি ভেতর দেখি না
তার পরও কারো কান্না গুলো গোপন থাকে না
হাতের মুঠোয় ফুল লুকোনো চাঁদ তো ছিল না
অমাবস্যা ভর করলে মন্দ হতো না
অবেলায় কোন ঝড় উঠলো বুঝতে পারি না
থামতে বলি কত তারে, সে তো থামে না
রাতের বিশাল রাস্তা গুলো একলা লাগে না
সঙ্গে থাকে ভাবনাগুলো স্মৃতির কালিমা
তারে আমি নতুন করে ফিরে আসতে অনেক বলি
তবু তো সে ফিরতে পারে না
তার সেখানে মাটির ঘরে ঘুম লুকনো
সে এখন আর আগের মতন জাগতে পারে না।

যখন তার সাথে কথা বলি

কথা বলি
কামনার ছেলেখেলা খেলি
কথা বলি
সব পাখি চেয়ে থাকে
অযথাই ঝড়ে পড়ে
কিছু ফুল,
আর কিছু কলি।
যখন তার সাথে কথা বলি ॥

যা চেয়েছি

যা চেয়েছি তাইতো পেয়েছি
তবে কেন এতো ক্ষেদ
এতই বিষাদ!
ঈশ্বর কথা শোনে, শোনে প্রার্থনা
কিন্তু মনে হয় কখনই তিনি চাইলে কিছু,
সবটা এমনিই দিয়ে দেন না
তিনি বুঝি মন বুঝে
তবে কেন তেমন বোঝে না
তাহলে কি এসব হতো, জীবনের এমন বেদনা
তাহলে কি আর এমন হতো
তার বুঝি সব আছে জানা
তার কি আসলেই সবকিছু জানা?
আমরা যেমন করে ভাবি
তার কথা
আমরা যেমন ভাবি
আমাদের আর সব কথা
কখনই কি তার কাছে এসবের
কিছুই কি গোপন থাকে না?